সংবাদ

তারিখ [illegible] 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের জাতীয় কনভেনশনে শেখ হাসিনা

কোন শর্ত ছাড়াই শিক্ষকরা শতভাগ বেতন পাবেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১৪ দলের প্রধান ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের দাবি বাস্তবায়ন ও তাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নকারী চারদলীয় জোটের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, আগামীতে ১৪ দল ক্ষমতায় গেলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো একটি আলাদা কমিশন গঠন করা হবে। সরকার কোন শর্ত ছাড়াই

বেতন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৮

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন দেবে। নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারীদের পুনর্বাসন ও পুনর্বহাল করা হবে। তিনি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চলমান আন্দোলনে শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের জাতীয় কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জোট সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত, প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধা দেয়া, বেতন বঞ্চিত, পদোন্নতি বঞ্চিত এবং এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে এ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। গতকাল শনিবার দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। কনভেনশনে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা প্রফেসর ড. আক্তারুজ্জামান, কারিগরি শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ, নির্যাতিত শিক্ষকদের মধ্যে যশোরের শ্রাবণী সুর, ঢাকার অধ্যক্ষ শাহাদৎ হোসেন, কুমিল্লার সুলতান আহমেদ, মাদারীপুরের নওয়াব জান, বরিশালের রাশেদুল হাসান মিরাজ, রাজশাহীর শফিকুর রহমান বাদশা, বগুড়ার ফজলুল বারী নয়ন, টঙ্গীর বিল্লাল হোসেন ও ডেমরার নাজমা পারভীন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শেখ হাসিনা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রপতি একজন শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা ধরে রাখতে ছাত্র হয়ে গেছেন। ওনার উপরে আন্ডার মেট্রিক পাস শিক্ষিকা বসে আছেন। তার নির্দেশেই তিনি সবকিছু করছেন। যে কারণে রাষ্ট্রপতি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানানোর পর জানিয়ে দিয়েছি, চায়ের দাওয়াতে যাব। তবে ১০ উপদেষ্টাকেই সেখানে থাকতে হবে। সবার সামনেই আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি এক রকম আলোচনা করেন। পরে তার শিক্ষিকার নির্দেশে অন্যরকম করেন। এ কারণে উপদেষ্টাদের সামনে আলোচনা হবে।

তিনি রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে বলেন, আমার সঙ্গে বৈঠক করার আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিন, কী করতে পারবেন এবং কী পারবেন না। আপনার শিক্ষিকা সেটা স্পষ্ট করে দিক। কারণ সংস্কার প্রস্তাব ও আপনি মানবেন কী মানবেন না সে সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। তবে না মানলে আপনাকে পদ ছাড়তে হবে। স্বেচ্ছায় না ছাড়লে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে হাসান-আজিজের মতো আপনাকেও বিদায় নিতে বাধ্য করবে।

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রিট আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জেআর মোদাচ্ছির হোসেনের হস্তক্ষেপের নিন্দা করে শেখ হাসিনা বলেন, এ নজিরবিহীন হস্তক্ষেপই প্রমাণ করে বিচার বিভাগ বিএনপি-জামায়াত জোটের প্রতি অনুগত। কোন হস্তক্ষেপ না হলে ইয়াজউদ্দিনকে চলে যেতে হতো। সংবিধানের অপব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াত জোটের 'স্বার্থের পক্ষে' কাজ করার জন্য তিনি এটর্নি জেনারেল এজে মোহাম্মাদ আলীর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এটর্নি জেনারেলের পদত্যাগ ও মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের দাবি করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, চারদলীয় জোট সরকার গত ৫ বছরে শিক্ষার হার কমিয়েছে। দেশকে একটি শিক্ষক, সাংবাদিক ও নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন ও দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করেছে। স্বাধীনতাবিরোধী সেই বিএনপি-জামায়াত জোট এখন ভোট চুরি করে আবারও ক্ষমতায় যেতে চায়।

তিনি বলেন, নীল-নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। যে কারণে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন না করে স্বাধীনতাবিরোধী ও দলীয় দুই ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দেড় কোটি ভুয়া ভোটার রেখে তালিকা চূড়ান্ত না করেই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এ ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দাবি মানতে বাধ্য করা হবে।

জাতীয় কনভেনশনে শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর নির্যাতনকারী চারদলীয় জোটের সাবেক মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। নির্যাতনকারীদের সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে আগামী সংসদ নির্বাচনের আগেই বিশ্বের ৩শ' শিক্ষক সংগঠন নিয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও ঢাকায় শিক্ষক মহাসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।